দৈনিক বাংলা

তারিখ 04 MAR 1986
পৃষ্ঠা 4 কলাম 3

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতি

04 MAR 1986

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

খ। প্রযুক্তিগত দক্ষতা ও স্বনির্ভরতা বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রযুক্তি বিষয়ে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণে জাতীয় পর্যায়ে যোগ্যতা অর্জন।

গ। জাতীয় অর্থনীতির উৎপাদনশীল ক্ষেত্রসমূহে গবেষণালব্ধ ফলাফলের হস্তান্তর ও ব্যবহার নিশ্চিতকরণ।

ঘ। কারিগরি ডিজাইন প্রণয়ন, প্রোটোটাইপ উন্নয়ন ও উৎপাদিত বস্তুসমূহের বাণিজ্যিকীকরণ ব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দানের মাধ্যমে সরকারী ও বেসরকারী উভয় পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট সেক্টর কর্পোরেশন ও প্রতিটি ইউনিটে গবেষণালব্ধ ফলাফলসমূহের উৎপাদনমূলক ব্যবহার ও হস্তান্তরের সুবিধা নিশ্চিতকরণ।

ঙ। দেশী ও বিদেশী প্রযুক্তিগত সম্পদসমূহের যথোচিত সংযোজনের মাধ্যমে বিশেষত গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রসমূহে দুর্বলতা অপনোদন।

চ। বিদেশী প্রযুক্তির অাহরণ, আত্মীকরণ ও অভিযোজনের লক্ষ্যে যথোপযুক্ত আইনগত, রাজস্বগত ও অর্থগত ব্যবস্থার উদ্ভাবন।

ছ। বিদেশী প্রযুক্তির [illegible] প্রক্রিয়া অব্যাহত করার লক্ষ্যে প্রাসঙ্গিক জ্ঞানের সদ্ব্যবহার ও দক্ষতা উন্নয়নের প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধাদি নিশ্চিতকরণ।

জ। আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতামূলক ও রফতানী-সম্ভব প্রযুক্তির উদ্ভাবন।

ঝ। তথ্য ও ডকুমেন্টেশন সার্ভিস, কম্পিউটার সার্ভিস ও সফটওয়ার প্যাকেজ, মান নিরূপণ, মান নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদির ন্যায় সহায়ক সুবিধাদির উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ।

ঞ। বিদেশী প্রযুক্তি আমদানীর সময় পরিবেশ, জ্বালানী সংরক্ষণ, চাকরির সুবিধা সৃষ্টি ও সামাজিক নানা বিষয় ইত্যাদি বিষয় যথাযোগ্য বিবেচনা নিশ্চিতকরণ।

ট। বায়োটেকনলজি, জেনেটিক ইঞ্জিনীয়ারিং, মাইক্রো-ইলেকট্রনিক্স, নতুন ও নবায়নযোগ্য জ্বালানী উৎস ইত্যাদি বিকাশোন্মুখ প্রযুক্তির ক্ষেত্রে বিশেষ সহায়তা প্রদান।

ওপরে বর্ণিত প্রযুক্তি নীতির বৃহত্তম লক্ষ্য অর্জন ও উদ্দেশ্য সাধন করতে হলে প্রযুক্তি হস্তান্তরের সহিত সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের মানোন্নয়ন, এই ধরনের প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও এদের কর্মকাণ্ডের সমন্বয় সাধন করা প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে বর্তমানে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থিত ইনস্টিটিউট অব এপ্রোপ্রিয়েট টেকনোলজিকে অধিকতর কর্মক্ষম করা হবে এবং একে প্রযুক্তি নিরূপণ, পূর্বাভাসদান, মূল্যায়ন ইত্যাদি সম্পর্কিত বিষয়ে নীতিগত গবেষণার দায়িত্ব প্রদান করা হবে। এই ইনস্টিটিউট জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদগণ কমিটির জন্য 'ভাবনা আধার' (থিংক ট্যাংক) হিসাবে গঠিত একটি প্রযুক্তি হস্তান্তর অভীক্ষা-কেন্দ্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় কাজ করবে এবং এই কেন্দ্র হতে অপরাপর বিষয়ের মধ্যে গবেষণার বিষয়েও দায়িত্বপ্রাপ্ত হবে।

প্রযুক্তি হস্তান্তর সম্পর্কিত নীতিমালার অধিকতর উন্নয়ন এবং বিদেশী প্রযুক্তির জন্য যথোপযুক্ত আইনগত, রাজস্বগত ও অর্থগত ব্যবস্থা নিশ্চিত করার পর তথ্য, প্রশিক্ষণ, পরামর্শ ও সম্প্রসারণ সুবিধাদি সরবরাহের মুখ্য কেন্দ্র হিসাবে যথাসময়ে এ জাতীয় প্রযুক্তি উন্নয়ন ও হস্তান্তর কেন্দ্র স্থাপন করা হবে।

বিজ্ঞান সংক্রান্ত তথ্যাবলী এবং গবেষণালব্ধ ফলাফল সংগ্রহ ও বিতরণের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা সৃষ্টি: বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত তথ্য সংক্রান্ত একটি শক্তিশালী ভিত্তি বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত গবেষণার ক্ষেত্রে স্বাবলম্বী হওয়ার অভিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের পূর্বশর্ত।

(ক্রমশঃ)